ছোটদের হুসাইন আহমাদ মাদানী

ছোটদের

হুসাইন আহমাদ মাদানী

রহিমাহুল্লাহ

মাহমুদাতুর রহমান

নাশাত

ছোটদের হুসাইন আহমাদ মাদানী
মাহমুদাতুর রহমান

নাশাতসংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

বানান : কায়েস শরীফ
স্বত্ব : লেখিকা কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-34-7086-7

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ

আমার মহান মুরশিদ
মহান মুহসিন
বাংলার ইথারে মদিনার আজান পৌঁছে দেওয়ার স্বাপ্নিক
শ্রদ্ধেয় খান দাদাজি
হজরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ.

লেখিকাকে পাঠানো
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. এর চিঠি

মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদীনা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন- ৭১১৪৫৫৫, ৭১১৯২৩৫

শাখা অফিস
৫৫-বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৭১৩৪৮, ফ্যাক্স : ৯৫৭১৮৪৩
Web: WWW mashikmadina.com/e-mail editor@mashikmadina.com

সূত্র : ....
তাং ১৫|২|০৯

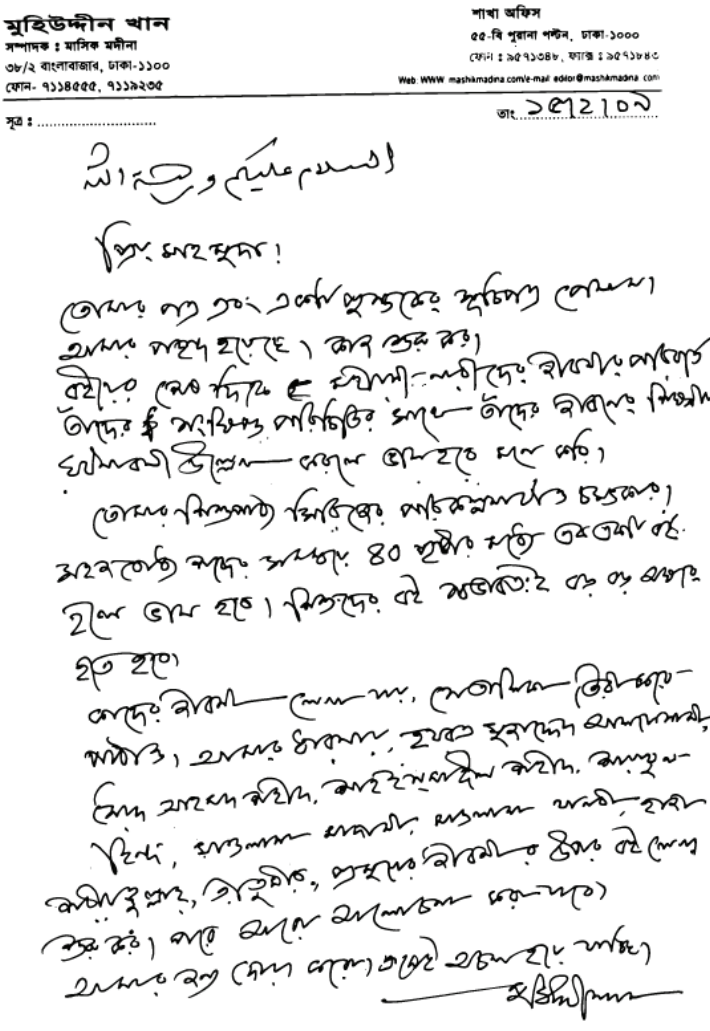

السلام عليكم ورحمة الله

প্রিয় স্নেহাস্পদ!

তোমার পত্র এবং একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পেলাম। আমার আগ্রহ হয়েছে। কাজ শুরু কর। বইটিতে [illegible] সাহাবী-নারীদের জীবনের [illegible] তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির সাথে তাঁদের জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী উল্লেখ করলে ভাল হবে মনে করি।

তোমার নির্বাচিত বিষয়টি পাঠকসমাজেও সমাদৃত হবে। মহিলাদের জন্য অন্ততঃ ৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে একেকটি বই হলে ভাল হবে। শিশুদের বই অন্ততঃ ২ রঙ [illegible] হতে হবে।

তাদের জীবনী [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] জীবনীর উপর বই লেখার [illegible], [illegible], [illegible] জীবনীর উপর বই লেখার কাজ শুরু কর। পরে আরো আলোচনা করা যাবে। আমার জন্য দোয়া করো। [illegible] এখন [illegible] চাই।

মুহিউদ্দীন

السلام عليكم ورحمة الله

প্রিয় মাহমুদা!

তোমার পত্র এবং একটি পুস্তকের সূচিপত্র পেলাম। আমার পছন্দ হয়েছে। কাজ শুরু কর।

বইয়ের শেষ দিকে মহীয়সী নারীদের জীবনীর পরিবর্তে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির সাথে তাঁদের জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি উল্লেখ করলে ভালো হবে মনে করি।

তোমার শিশুপাঠ্য সিরিজের পরিকল্পনাও চমৎকার। সহজবোধ্য শব্দের সম্ভারে ৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে এক একটি বই হলে ভালো হবে। শিশুদের বই স্বভাবতই বড় বড় অক্ষরে হতে হবে।

যাদের জীবনী লেখা যায়, সে তালিকা তৈরি করে পাঠাও। আমার ধারণায় হজরত মুজাদ্দেদে আলেফেসানী, সৈয়দ আহমাদ শহীদ, শাহ ইসমাঈল শহীদ, শাইখুল হিন্দ, মাওলানা মাদানী, মাওলানা থানবি, হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখের জীবনীর উপর বইলেখা শুরু কর। পরে আরো আলোচনা করা যাবে। আমার জন্য দোয়া করো। ক্রমেই অচল হয়ে যাচ্ছি।

লেখিকার আরজ

আজ থেকে সাত বছর আগে 'ছোটদের হুসাইন আহমাদ মাদানী' বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলাম।

প্রথমে আমাদের উপমহাদেশের দশজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ধারাবাহিক একটি সিরিজ লেখার পরিকল্পনা করেছিলাম। সে হিসেবে হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানির জীবনী প্রথম আসার কথা ছিল; কিন্তু সময়-সুযোগ ও নানা অনিবার্য কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই পরিকল্পনার কথা পত্রযোগে পরম শ্রদ্ধেয় 'খান দাদাজি' হজরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে জানিয়েছিলাম। অনন্যসাধারণ স্নেহময় দাদাজি জবাবি পত্রে পরিকল্পনাটি পছন্দ হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে বক্ষ্যমাণ পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করলে শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়া মুফতি হেমায়েতুল ইসলাম এটি নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি এটি দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং তার প্রকাশনী থেকে ছাপাবেন বলে পাণ্ডুলিপি রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর-পরই তার অসুস্থ হয়ে পড়াতে বইটির প্রকাশের কাজ এগোয়নি।

তারপর তো ১৪৩৭ হিজরি সনের পবিত্র রমজানে অনন্তের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি চলেই গেলেন।

তার তিন বছর পর ১৪৪০ হিজরি সনের আরেক রমজান মাসে নান্দনিক, রুচিশীল ও পরিচ্ছন্ন চেতনার অধিকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুল হিলাল বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। দারুল হিলালের স্বত্বাধিকারী জনাব মাওলানা আহসান ইলিয়াস হাফিজাহুল্লাহ যে মহত্ত্ব ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন এবং যেভাবে সতর্কদৃষ্টির সাথে আমার পাণ্ডুলিপিটি নিরীক্ষণ করে তাতে কিছু ভুল শনাক্ত করেছেন, তার তুলনা নেই। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

বইটি ছোট্ট হলেও এতে যে কতজনের কত কল্যাণ-স্পর্শের স্মৃতি রয়েছে, সেসব মনে পড়ে নিজের অজান্তেই চোখ সজল হয়ে উঠছে।

বিশেষ করে আদরের ছোট ভাই হেদায়াত, তার বন্ধু অনুজপ্রতীম আমিনুল ইসলাম জিন্নাহ এবং আমার স্বামী; তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

ফুলের কুঁড়ির মতো আমার খুদে পাঠক বন্ধুরা, যাদের জন্য আমার এই আয়োজন, তারা বইটি আনন্দের সাথে গ্রহণ করলে আমি ধন্য হবো। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। আমিন।

মাহমুদাতুর রহমান
বাগুয়া (পশ্চিমপাড়া), গফরগাঁও
ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

তেরোশো বছর পর আরেক হুসাইন : ১৩
পড়াশোনার হলো শুরু : ১৪
পূর্ণমানের চেয়েও বেশি! : ১৫
অনুপম উসতাদের খেদমত : ১৬
স্বাগতম মদিনা : ১৮
ত্যাগের পরীক্ষা : ২০
মাল্টার কারাগারে : ২১
ওই ডাকে জান্নাত... : ২৩
কাঁটাকুঞ্জে গাঁথি মালিকা : ২৫
আমরা কেবল আল্লাহর জন্য... : ২৮
জন্মভূমির মুক্তির সংগ্রামে : ২৯
এই শিকল পরা ছল : ৩০
সিলেটের পুণ্য ভূমিতে : ৩১
দেওবন্দের প্রধানশিক্ষক রূপে হুসাইন আহমাদ : ৩৩
আমি যদি ওয়াদাবদ্ধ না হতাম... : ৩৪
পাষাণে ফোটাই ফুল... : ৩৬
তার শত্রুদের করুণ পরিণতি : ৩৮
ভালোবেসে করি জয় : ৪০
নবীজি দেন সালামের জবাব : ৪৩
পৃথিবীকে বিদায় জানালেন : ৪৪
শেষকথা : ৪৫

তেরোশো বছর পর আরেক হুসাইন

হুসাইন আহমাদ নামটি খুব সুন্দর, তাই না? আশ্চর্য কী জানো, হুসাইন শব্দের অর্থও সুন্দর! সুন্দর নাম আর সুন্দর অর্থ মিলিয়ে যারা এই নামের মানুষ, তারা হয় আরও সুন্দর। আর হ্যাঁ! এই সুন্দর কিন্তু শুধু দেখতে সুন্দর আর চেহারায় সুন্দর নয়। এই সুন্দর অর্থ স্বভাব-চরিত্র, লেখাপড়া ও আমল-ইবাদত সবকিছুই সুন্দর।

হুসাইন নামের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে পবিত্র ও সবচেয়ে আলোকিত মানুষ ছিলেন আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় নাতি, হজরত ফাতিমার আদরের দুলাল হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তবে আজকে আমরা এই হুসাইনের নয়, এই হুসাইনের মহান আদর্শধারী আরেক হুসাইনের গল্প শুনব।

সবাই তাকে হুসাইন আহমাদ মাদানী নামেই চেনে। মাদানী মানে মদিনার অধিবাসী। তবে বাস্তবে কিন্তু আমাদের হুসাইন আহমাদ মদিনার অধিবাসী ছিলেন না। তার জন্ম যেমন ভারতে, ইনতেকালও ভারতে।[১]

হুসাইন আহমাদ মাদানী মাঝখানে অনেক বছর মদিনায় ছিলেন। সেখানে তিনি হাদিসের দরস দিয়েছিলেন। তাই তার নামের শেষে মাদানী যোগ হয়ে যায়। হুসাইন আহমাদ পরিচিত হয়ে যান হুসাইন আহমাদ মাদানী নামে। এখানেও দেখো, হজরত

[১] হজরত হুসাইন আহমাদ মাদানির জন্ম হয়েছিল ভারতের আন্নাউ জেলার বেঙ্গরমেউ গ্রামে। তাঁর পৈতিক নিবাস ছিল ফয়জাবাদ জেলার টান্ডা এলাকায় এবং ইনতেকাল হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ শহরে।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার কত মিল! একই নাম! আবার পরিচিতিও একই শহরের নামে। ঠিক যেন তেরোশো বছর পর (১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) আরেক হুসাইনের জন্ম হলো।

পড়াশোনার হলো শুরু

তখন হুসাইন আহমাদের বয়স পাঁচ বছর। তার আব্বা তাকে বাড়ির কাছের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বারো বছর বয়স পর্যন্ত এই স্কুলেই তিনি পড়াশোনা করেন। লেখাপড়ার প্রাথমিক পাঠ এখানেই শেষ করেন। পাশাপাশি তিনি তার আম্মার কাছে কুরআন শরিফ, আব্বা ও বড় ভাইদের কাছে মাদরাসার প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়ে নেন।

তার আব্বা সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা আর খামোখা সময় নষ্ট করা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই হুসাইন আহমাদও ঘরের কিছু টুকিটাকি কাজ, ঘুম, খাওয়া ছাড়া বাকি সময় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর তাই তার সমবয়সি অন্যদের চেয়ে তার জ্ঞান ও জানাশোনার পরিধি ছিল অনেক অনে-ক বেশি।

***

আগেই তোমরা জেনেছো বাড়ির কাছের স্কুলে বালক হুসাইন আহমাদ প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেছিলেন। তখন তার বয়স বারো বছর। তার আব্বা তাঁকে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়ে আসেন।

দারুল উলুম দেওবন্দ তখনকার ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামি বিদ্যাপীঠ ছিল। যুগের সেরা সোনার মানুষগণ এখানে পাঠদান করতেন।

এখানে যারা পড়তে আসতেন সোনার মানুষ উসতাদগণের সোনালি সান্নিধ্যে থেকে তারাও একেকজন সোনার মানুষ হয়ে বের হতেন। এখানে এসে হুসাইন আহমাদ নিজেকে মেলে ধরার

সুযোগ পেলেন। সহজ-সরল, শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ও সুন্দর আচরণে প্রথমেই তিনি তার উসতাদ ও সঙ্গী-সাথিদের মন জয় করে নিলেন।

বিশেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দের তখনকার সবচেয়ে বড় উসতাদ হজরত মাহমুদ হাসান রহ. তাঁকে নিজের সন্তানের মতো আপন করে নিলেন। বালক হুসাইন আহমাদের চোখে-মুখে তখনই তিনি ভবিষ্যতের বিরাট বিশাল সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে হুসাইন আহমাদও মহান উসতাদের এই আশা ও স্বপ্ন সফল করে দেখিয়েছিলেন।

পূর্ণমানের চেয়েও বেশি!

হুসাইন আহমাদকে এতদিন তার আম্মা-আব্বা, ভাইবোন এবং অন্যরা মেধাবী বলেই জানতেন; কিন্তু তার মেধা যে কোন পর্যায়ের তা তারা এতদিন ধারণা করতে পারেননি। স্কুল এবং ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভবও ছিল না।

দারুল উলুম দেওবন্দে এসে হুসাইন আহমাদ ছাইচাপা আগুনের মতোই ঝলসে উঠলেন। প্রথম বছরেই তার পরীক্ষার নম্বর দেখে আত্মীয়স্বজন, সঙ্গী-সাথি ও উসতাদগণ সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। প্রায় কিতাবেই তার প্রাপ্ত নম্বর পূর্ণমান ছুঁয়েছে। এমনকি কোনো কোনো কিতাবে উসতাদগণ তাকে তার অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পূর্ণমানের চেয়েও বেশি নম্বর দিয়েছেন। সেই থেকে শুরু। এরপর থেকে কী সাময়িক আর কী বার্ষিক প্রতিটি পরীক্ষায় একই অবস্থান ধরে রাখলেন। তখন দেওবন্দের পূর্ণমান ছিল বিশ আর তার প্রাপ্ত নম্বর হতো একুশ, বাইশ, তেইশ—এমন।

ও হ্যাঁ! পূর্ণমান কেমন করে মাত্র বিশ হয় এই ভেবে তোমরা হয়তো অবাক হচ্ছো! আসলে এটা তো আর এ যুগের কথা নয়! এখন থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। তখনকার বিশ

অথবা পঞ্চাশ আর এখনকার একশো কিংবা দুইশোর মান কিন্তু একই।

কয়েক বছর পর মাদরাসার পূর্ণমান পঞ্চাশ করা হলো। তখনো তিনি আগের সাফল্য ধরে রাখলেন। তার প্রাপ্ত নম্বর বেশিরভাগ সময় পঞ্চাশ অথবা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যেতো। এমনকি একবার এক কিতাবে তিনি পঞ্চাশের স্থানে পঁচাত্তর পেয়েছিলেন।

এত মেধা, এত সাফল্য, এত স্বীকৃতি এমন বয়সে কয় জনের ভাগ্যে জোটে, বলো?

তারপরও কিন্তু তার চাল-চলন কিংবা কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র অহংকার প্রকাশ পেতো না। শান্ত চুপচাপ আপন মনে তিনি দিনরাত লেখাপড়া আর উসতাদের খেদমত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

অনুপম উসতাদের খেদমত

একবার হলো কী, জানো?

একবার হজরত মাহমুদ হাসান রহ. এর বাড়িতে অনেক মেহমান এলো। হঠাৎ করে এত মেহমান; অথচ বাইরের টয়লেট ছিল মাত্র একটি। সন্ধ্যার আগেই টয়লেটটি প্রায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেল।

পরিচ্ছন্নকর্মী আনার জন্য লোক পাঠানো হলো; কিন্তু তার অন্য গ্রামে চলে যাওয়ার কারণে তাকে আর সেদিন পাওয়া গেল না। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাদেরও করার কিছু ছিল না।

কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই অবাক। একি! টয়লেট কে পরিষ্কার করল! পরিচ্ছন্নকর্মী পাওয়া যায়নি, অন্য কাউকে দায়িত্ব নিতেও দেখা যায়নি; তবে কে এই কাজ করল? রাতের অন্ধকারে কি অন্যকেউ এসেছিলেন? সে দিন আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না। পরদিনও সেই একই অবস্থা। পরিচ্ছন্নকর্মী আসেনি; কিন্তু টয়লেট ঠিকই পরিষ্কার। সেদিনও এটা রহস্যই রয়ে গেল। এর পরের রাতে দারুল উলমেরই এক উসতাদ একটু দূর